অরুন্ধতী

'ছেলেদের চণ্ডী', 'সব্বানন্দ', 'অন্ধকালী', 'শাক্যসিংহ'

প্রভৃতি গ্রন্থের

লেখক

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেস

শ্রীমনোরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক মুদিত

১৩২১

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

বাংলার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী
শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক
চিত্রাঙ্কিত।

প্রকাশক
শ্রীমথুরানাথ সেন,
সিটীবুক সোসাইটী,
৬৪ নং কলেজষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রীতি-উপহার

তোমাকে দিলাম।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

নানা পুরাণ ও সাহিত্যগ্রন্থে সপত্নীক বশিষ্ঠের উল্লেখ থাকিলেও কেবল কালিকাপুরাণেই অরুন্ধতীর বিস্তারিত উপাখ্যান আছে ;—অরুন্ধতী পূর্ব্ব জন্মে কি ছিলেন, কেন তিনি মেধাতিথির কন্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, তাঁহার শৈশবের শিক্ষা দীক্ষা এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত পরিণয়, এই সকল কথা বিশদভাবে এই পুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে। বিবাহের পর অরুন্ধতীর জীবনকাহিনী ইহাতে প্রদত্ত হয় নাই—কোনও প্রয়োজনও নাই ; ভাগীরথী সাগরে সঙ্গতা হইলে তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা লক্ষিত হয় না। হিন্দু রমণীর আদর্শ-ভূতা দেবী অরুন্ধতীও বিবাহের পর মহর্ষি বশিষ্ঠে আপন অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া তন্ময়া হইয়াছিলেন—অতএব অতঃপর তাঁহার আর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকে নাই।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কালিকাপুরাণ অবলম্বনে অরুন্ধতীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন—বিবাহের ব্যাপার পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণের কথার অতিরিক্ত বিষয় ইহাতে কমই

আছে; এবং না থাকাই ভাল; কেননা অবান্তর কথা আনিয়া অনেকে শিব গড়িতে বাঁনর গড়িয়া বসেন—অন্ততঃ বিষয়টিকে খাপ্‌ছাড়া করিয়া ফেলেন। এস্থলে তাহা ঘটে নাই।

বিবাহের সময় বধূকে অরুন্ধতী দর্শন করিতে হয়; পতিব্রতার আদর্শস্বরূপা অরুন্ধতীর জীবনকথা সকলেরই সুতরাং অবশ্যজ্ঞাতব্য; এবং তাহা অতুল বাবুর এই গ্রন্থ হইতেই যথেষ্ট অবগত হওয়া যাইবে। পরন্তু এই সতী শিরোমণির পবিত্র কাহিনী হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই-তেছি, সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে দুইচারিটি কথা বলা বোধ হয় এস্থলে অসঙ্গত হইবে না।

১। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ঃ—

> মাত্রাস্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনে বসেৎ।
> বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

আবার রাজনীতিক চাণক্যের উপদেশে আছে—

> ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
> তস্মাদ্ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥

আমরা আজকাল সুরুচির দোহাই দিয়া এই সকল উপদেশের কথা ছেলেমেয়েদের কাছে বলিতে সঙ্কুচিত হই। কিন্তু বলি আর নাই বলি, যাহা প্রকৃত তাহার অন্যথা হইবে না। দৃষ্টান্ত, সন্ধ্যার কাহিনী।

সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা, তৎপুত্র জ্বলৎপাবকসদৃশ ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবদেব মহাদেবের সমক্ষে স্বল্পবয়া কন্যা ও ভগিনীর প্রতি 'বলবদিন্দ্রিয়গ্রাম' কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। এই দেব-ঋষির 'লীলা' লোকশিক্ষার্থে সংঘটিত।

২। দৈহিক দুষ্ক্রিয়ার ন্যায় মানসিক ব্যভিচারও পাপ-জনক। বাস্তবিক, পুণ্যই বলি আর পাপই বলি চিন্তার আকর মনই তাহার আশ্রয়স্থল। তাই ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে "Nothing is either good or bad but our thinking makes it so." তাই সন্ধ্যা নিজকে ব্যভিচারগ্রস্তা মনে করিয়া পাপাশ্রিত দেহ তপঃসাধন পূর্ব্বক বিসৃষ্ট করিলেন—মেধাতিথির পবিত্র যজ্ঞস্থলে পুনরায় পরিশুদ্ধ দেহ ধারণ করিলেন। আমরা উপদেশ পাইলাম, তপশ্চর্য্যার দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়, জন্মান্তরে নিষ্পাপ দেহ ধারণ করিতে পারা যায়। ফলতঃ আমাদের শাস্ত্রে "অনন্ত নরকের" কোনও ব্যবস্থা নাই।

৩। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

ব্রহ্মার, তথা মেধাতিথির কত আগ্রহ—কন্যাটির সৎশিক্ষা লাভ হউক। পতিব্রতাধর্ম্ম শিক্ষার্থে বালিকা অরুন্ধতী সাবিত্রী বহুলার সদনে ছাত্রীরূপে প্রেরিতা হইলেন। এ শিক্ষা কিন্তু আজকালকার প্রাইমারী স্কুলের পুরুষোচিত

লেখাপড়া শিক্ষা নহে—স্বাধ্বী সুগৃহিণী হইবার জন্য আদর্শ সতী সাবিত্রী বহুলার নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শিক্ষালাভ। অভিভাবক কন্যাকে এইরূপ শিক্ষাই যত্নপূর্ব্বক দিবেন, ইহাই শাস্ত্রাদেশ।

৪। পূর্ব্বজন্মের তপস্যার ফলে মহর্ষি বশিষ্ঠকে দেখিয়া অরুন্ধতীর হৃদয় আকৃষ্ট হইল। "এ কার প্রতি আমি অনু রক্তা হইয়া পড়িলাম, যদি ইনি আমার স্বামী না হন?" এই ভাবিয়াই যেন অরুন্ধতীর নিষ্পাপ অন্তঃকরণ বিষাদগ্রস্ত হইল। পরিশেষে যখন জানিলেন 'ইনিই তাঁহার ভবিতব্য স্বামী' তখন চিত্ত প্রশান্ত হইল। যাঁহারা প্রকৃত সাধ্বী তাঁহাদের মনে যে পরপুরুষের ছায়াপাতও অসহনীয়।

দেবী ভাগবতে একটি বড় সুন্দর কাহিনী আছে। কাশীরাজ কন্যা শশিকলা অযোধ্যার রাজকুমার সুদর্শনের প্রতি অনুরক্তা। কাশীরাজ কন্যার স্বয়ম্বর বিধানার্থ রাজগণকে স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিলেন—সুদর্শনও আসিলেন। এখন স্বয়ম্বর সভায় গিয়া শশিকলা সুদর্শনের গলায় বরমাল্য দিলেই তো পারিতেন, কিন্তু সেই সাধ্বী রাজকুমারী বলিয়া বসিলেন,—

নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ কিল।
কামুকানাং নবেশানাং গচ্ছন্ত্যান্যাশ্চ যোষিতঃ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত ময়েদং বচনং কিল।
এক এব বরো নার্য্যা নিরীক্ষ্যঃ স্যান্নচাপরঃ ॥
সতীত্বং নির্গতং তস্যা যা প্রযাতি বহূনথ।
সংকল্পয়ন্তি তে সর্ব্বে দৃষ্ট্বা মে ভবতদ্দিতি ॥
স্বয়ংবরে স্রজং ধৃত্বা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে।
সামান্যা সা তদা জাতা কুলটৈবাপরা বধূঃ।
বারস্ত্রী বিপণে গত্বা যথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্।
গুণাগুণপরিজ্ঞানং করোতি নিজমানসে ॥
নৈকভাবা যথা বেশ্যা বৃথাপশ্যতি কামুকম্।
তথাহং মণ্ডপে গত্বা কুর্ব্বে বারস্ত্রিয়া কৃতম্ ॥
বৃদ্ধৈরেতৈঃ কৃতং ধর্ম্মং ন করিষ্যামি সাম্প্রতম্।
পত্নীব্রতং তথা কামং বরিষ্যেহহং ধৃতব্রতা ॥
সামান্যা প্রথমং গত্বা কৃত্বা সংকল্পিতং বহু
বৃণোতি চৈকং তদ্বচ্চ বৃণোমি কথমদা বৈ ॥*

হাঁ, সতীধর্ম্ম এইরূপই বটে ; এবং এই ভারতবর্ষেই এই একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাই সাবিত্রী যদিও শুনিলেন সত্যবানের আয়ুঃ এক বৎসর কাল

* দেবী ভাগবতম্—৩য় স্কন্ধ—২০ অধ্যায়, ৬২—৬৯ শ্লোক। উদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদ—

"পিতঃ আমি কামুক নরপতিগণের দৃষ্টি পথে গমন করিব না, তথায় আমার ন্যায় রমণীগণ গমন করেন না, ব্যভিচারিণী কামিনীরাই গমন করিয়া থাকে। পিতঃ আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে,

মাত্র তথাপি কোনও ক্রমেই মনে পুরুষান্তর কামনার স্থান দান করেন নাই; 'তাই সীতা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন—

"বাঙ্‌মনঃ কর্ম্মভিঃ পত্যুব্যভিচারো যথানমে
তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥"

নারীগণ একমাত্র বরকেই নিরীক্ষণ করিবেন, অপরকে নিরীক্ষণ করিবেন না। যে নারী বহু জনের নিকট গমন করে তাহাকে সকলেই "আমার হউক" বলিয়া সংকল্প করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার সতীত্ব বিদূরিত হইয়া যায়। বরার্থিনী রমণী যখন বরমালা ধারণ করিয়া স্বয়ম্বর সভায় রাজমণ্ডপে গমন করে, তখন সে কুলটার ন্যায় সামান্য বধূ হইয়া থাকে। যেমন বারবধূ বিপণি স্থানে গমন-পূর্ব্বক বহুতর নরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিজ মানসে গুণাগুণ পরিজ্ঞান করে, স্বয়ম্বরগামিনী রমণীকেও সেইরূপ করিতে হয়। বেশ্যা যেমন একজনেরও প্রতি বদ্ধভাব না হইয়া কামুক জনগণকে নিরন্তর অবলোকন করে, আমি রাজগণের সভামণ্ডপে গমন করিয়া বারবনিতার ন্যায় সেইরূপ কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিব? বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের এইরূপ অনুমোদন করিলেও আমি এক্ষণে তাহার অনুসরণ করিব না, আমি পাতিব্রত্য ধারণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে পতিব্রতের আচরণ করিব। সামান্য রমণী যেমন প্রথমে গমনপূর্ব্বক বহুতর ব্যক্তিকে সংকল্প করিয়া পরে এক ব্যক্তিকে বরণ করে আমি কদাচই সেরূপ করিতে পারিব না।"

(শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু সম্পাদিত দেবীভাগবতের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

ঈদৃশ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বলে সনাতন সমাজ আবহমান কাল টিকিয়া রহিয়াছে—ইহার অভাবে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন তাহাই আশঙ্কা করিয়াছিলেন—

"অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ॥
সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেবং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈ রেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসংকরকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ম অধ্যায়, ৪০—৪২ শ্লোক।

এই নিমিত্ত আর্য্যনারীর সতীধর্ম্মের আদর্শ অব্যাহত রাখিবার জন্য মহর্ষিগণ "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী"—ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন; নানাবিধ বিবাহ-পদ্ধতির মধ্যে বরাহ্বানপূর্ব্বক কন্যাদানের রীতিই সমাজে সুপ্রচলিত হইয়াছে; নিয়োগ-বিধি, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি প্রাচীন যুগে কচিৎ কদাচিৎ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও, এই যুগে তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু নিয়তিবশতঃ আজ আমাদিগের নিকটে অপর এক আদর্শ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া আমরা ক্রমশঃ সনাতন রীতিনীতি—বিশেষতঃ নারীজাতিবিষয়ক বিধিব্যবস্থা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। পরন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে আমাদের ও

পাশ্চাত্য জাতির 'ধাত' এক নহে ; মহাত্মা অর্জ্জুন যে আশঙ্কা করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জাতির সেরূপ ভীতির কোনও কারণ নাই। তাই ভয় হয়, বুঝিবা এবার এই সমাজের সনাতন বনিয়াদ বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

কিন্তু যিনি আপন হাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুগত এই সনাতন সমাজ গঠন করিয়াছেন—মধ্যে মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে যিনি কৃপা করিয়া আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ইহার পরিরক্ষণার্থ যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহারই বিচিত্র বিধান মতে আজকাল দেশে পুরাতনকে জানিবার নিমিত্ত একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—এবং এই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রাচীন সাধক ভক্ত পুরুষগণের এবং সতী সাধ্বী নারীগণের জীবনকাহিনী বিষয়ক নানা গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইতেছে। এই সকল লেখকের মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলবাবু এক প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার 'ছেলেদের চণ্ডী', 'শাক্যসিংহ', 'ধ্রুব', 'ভগীরথ', 'সর্ব্বানন্দ', 'অন্ধকালী' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গদেশের পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে—আশা করি এই "'অরুন্ধতী' ও তাদৃক্ সমাদৃত হইবে। ইতি

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর
(কামরূপ)
শকাব্দা ১৮৩৫।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

নিবেদন।

বাংলা সাহিত্যে অরুন্ধতীর উপাখ্যান এই প্রথম রচিত হইল। এই গ্রন্থ রচনায় আমি মূলতঃ কালিকাপুরাণের অন্তর্গত অরুন্ধতী-কথা অনুসরণ করিয়াছি।

পুরাণে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সম্বন্ধে একটু গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্রহ্মার মানসী কন্যা অযোনিজ কুমারী সন্ধ্যার বিবরণ এক মাত্র কালিকাপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। এই অরুন্ধতীর সহিত 'সপ্তর্ষিমণ্ডলের' অন্যতম ঋষি বশিষ্ঠের বিবাহ হয়। ইনি যে রামায়ণবর্ণিত সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ সে সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, দেবহূতি ও কর্দ্দম মুনির কন্যা অরুন্ধতীকে রামায়ণীযুগের বশিষ্ঠ বিবাহ করেন। এই অরুন্ধতীর সহোদর কপিল মুনি সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সব কথা বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মার কন্যা অরুন্ধতী এবং কর্দ্দম মুনির কন্যা অরুন্ধতী একই ব্যক্তি নন। উঁহারা পৃথক এবং বিভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তবে কাঁহারও মতে ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং মানসী কন্যা অরুন্ধতীও স্বামীর সঙ্গে ছায়ার ন্যায় থাকিতেন। যাহা হউক এই সব ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় লইয়া আমি পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না।

সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় অরুন্ধতীও বরেণ্যা। তবে যে আমরা সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় অরুন্ধতীর পুণ্য কাহিনী সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখি না তাহার কারণ এই যে, অরুন্ধতী দেবকন্যা, তিনি মর্ত্ত্যে নারী-সমাজে মিশিয়া লীলা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। অধিকন্তু অরুন্ধতীর উপাখ্যানভাগ কালিকা পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায়; অন্যান্য পুরাণ ও কাব্যে স্থলবিশেষে অরুন্ধতীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। মার্কণ্ডেয়-কথিত 'কালিকা পুরাণ' একখানি শ্রেষ্ঠ উপপুরাণ হইলেও ইহা রামায়ণ অথবা মহাভারতের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। বাংলার এমন কোন গৃহ নাই যেখানে রামায়ণ মহাভারত নিয়ত পঠিত হয় না। কিন্তু কালিকা পুরাণের সংবাদ কয়জন রাখেন? যাহা হউক ভারতবর্ষের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে অরুন্ধতী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নারী মাত্রেরই অনুকরণীয়। শৈশবে মানব মন যাহাতে ষড়রিপুর প্রভাবে মুগ্ধ না হয়, এজন্য অরুন্ধতী যে সংযম ও সাধনা করিয়াছিলেন তাহা অলৌকিক, অমন সংযম, অমন একাগ্রতা, অমন আত্মত্যাগ, জগতে দুর্লভ, তাই বুঝি অরুন্ধতী চরিত্রে দেবত্বের আরোপ।

এই পুস্তক রচনায় আমি গৌহাটী কটন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ মহোদয়ের নিকট হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি প্রারম্ভে একটি নাতি-দীর্ঘ ভূমিকায় অরুন্ধতী চরিত্রের বিশেষত্ব আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সহৃদয় ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিদান কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে হইতে পারে না। 'অরুন্ধতী-গুহার' ফটো তাঁহার নিকট হইতেই পাইয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহোদয় এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি খানি একবার দেখিয়া দিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের জন্য যথাবিধি উপদেশ দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন ইতি—

আষাঢ়, ১৩২০
বিদ্যাবিনোদ কুটীর,
দেবভোগ,
মুন্সীগঞ্জ পোঃ
ঢাকা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সূচী

চিত্র

উপহার পৃষ্ঠা

সতী

অরুন্ধতীর

পুণ্যকাহিনী

আমার

কে

উপহার দিলাম

তারিখ | স্বাক্ষর

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক *

১। ছেলেদের চণ্ডী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸৹

২। সর্ব্বানন্দ ৷৹

৩। শাক্যসিংহ ১৲

৪। ভগীরথ ৷৹

৫। ধ্রুব ৷৶৹

৬। Devimahatmya—a study ৷৹

৭। গয়া-কাহিনী (শীঘ্রই বাহির হইবে) ১৷৹

৮। ঢাকা-কাহিনী (ঐ) ১৷৹

৯। প্রবাসের কথা (পুরী, দাতুন, সহস্রধারা, চন্দ্রনাথ, জগন্নাথপুর, রাজগঞ্জ, কামাখ্যা, বশিষ্ঠাশ্রম, তারকেশ্বর, মাহেশ প্রভৃতি স্থানের সরল বর্ণনা (ঐ) ১৷৹

১০। নতন প্রাথমিক পাঠ (Approved as a Text Book for class IV) ৷৶৹

* উপরোক্ত গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ এই পুস্তকের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

অরুন্ধতী

অরুন্ধতী

উপক্রমণিকা

সৃষ্টির প্রারম্ভে কিছুই থাকে না। সূর্য্য থাকে না, চন্দ্র থাকে না, গ্রহ-উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায় না। পৃথিবী থাকে না, আকাশ থাকে না, বাতাস থাকে না, জীবজন্তু কিছুই থাকে না। সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেন

সে সময়ে এক বিরাট অন্ধকার চতুর্দ্দিকে অবাধে রাজত্ব করিতে থাকে। লক্ষণ দ্বারা ইহার সত্তা অনুভব করা যায় না। সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী এই অবস্থাকে ঋষিগণ পরব্রহ্মের নিদ্রাবস্থা কহেন। সে যে কত কোটি বৎসরের কথা কে বলিবে? এই মহাশূন্যের মধ্যে একমাত্র অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার ব্রহ্মপুরুষ সমস্ত শূন্যকে পূর্ণ করিয়া থাকেন।

যেমন গন্ধ সন্নিহিত হইলে মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, তেমন সৃষ্টির সময় নিকট হইয়া আসিলে পরমেশ্বর জাগিয়া উঠেন; তখন ধীরে ধীরে অন্ধকার হইতে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। ইহাঁর নাম প্রকৃতি—ইহাঁর সঙ্কোচ ও বিকাশ আছে। ইনি ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজ শক্তির প্রভাবে আকাশ, আকাশ হইতে বাতাস, বাতাস হইতে প্রদীপ্ত তেজ, প্রদীপ্ত তেজ হইতে জল এবং জল হইতে এই বিশাল পৃথিবীর সৃষ্টি করেন।

এই আদিপুরুষকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম ভিন্ন

অন্য উপায়ে জানা যায় না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ইঁহাকে অব্যয় ও অজ্ঞেয় পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন।

সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ আদিপুরুষ নিজকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে আবির্ভূত হইলেন। চতুর্দ্দিকের ঘোর অন্ধকার দূর হইয়া গেল, তখন নূতন পৃথিবীর সর্ব্ব-স্থানে হাসিচ্ছটা চমকিয়া উঠিল,—সেই হাসিচ্ছটাই চন্দ্র-সূর্য্য।

প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি হউক। অমনি তাঁহার মন হইতে মরীচি প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হইল। ইঁহারা সকলেই দীপ্তমূর্ত্তিতে মহাশক্তিরূপে জগতের কল্যাণের জন্য প্রকাশিত হইলেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গ-রাজ্য এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও করুণায় ভরিয়া গেল। তারপর অকস্মাৎ সুমধুর হাসির জ্যোতি ধারায় চারিদিক রঞ্জিত করিয়া এক অপরূপা দেবী প্রাদুর্ভূতা হইলেন। ইনি ব্রহ্মার মানসীকন্যা সন্ধ্যা। ইনি প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে অর্চ্চিত

হইয়া থাকেন। ইঁহার সৌন্দর্য্য ও শ্রীর তুলনা নাই। তাঁহার বিদ্যুল্লতার মত উজ্জ্বল শরীর, বর্ষাগমে প্রফুল্ল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় সুন্দর নীলাভ কুন্তলরাজি, চকিত হরিণীর ন্যায় চঞ্চল নয়ন, ত্রিবলি শোভিত ক্ষীণ কটি, স্বর্গরাজ্যে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সূচনা করিয়াছিল। ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। এই সন্ধ্যার বিচিত্র কাহিনী শুনিতে কাহার না কৌতূহল হয় ?

সন্ধ্যা বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী। অরুন্ধতী পতিব্রতাগণের অগ্রণী ; ইনি সতীধর্ম্মের ফলে সংসারে বরণীয়া। বিবাহের কুশণ্ডিকার সময়ে বর নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া বলেন,—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো
কন্যা দেবতা অরুন্ধতীদর্শনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি ॥

'অরুন্ধতী যেমন পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা তুমিও সেরূপ হও।'

হিন্দুর গৃহে অরুন্ধতীর নিত্য-পূজা। অরুন্ধতী

স্বামীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। মানবসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারের জন্য তিনি পবিত্র যজ্ঞে স্বীয় দেহের আহুতি দিয়া—জীবমাত্রকেই শৈশবে কাম ও মোহের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া—জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অগ্নিশুদ্ধা সেই অরুন্ধতীর কাহিনী শ্রবণে পুণ্য হয়। এ কাহিনী বাস্তবিকই পবিত্র। তাঁহার আদর্শে, তাঁহার সংযম ব্রতে, তাঁহার কঠোর সাধনায়, সর্ব্বোপরি তাঁহার সতীধর্ম্মে আমাদের গৃহ—আমাদের কুললক্ষ্মীগণের জীবন পুণ্যময় হউক।

* * * *

* * * *

* * * *
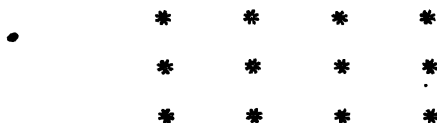
স্বপ্ন না মায়া ?

স্বর্গে সুমেরু নামে পর্ব্বত আছে। সেই সুমেরুর অঙ্গ বাহিয়া গলিত হীরার ধারার মত খরস্রোতা মন্দাকিনী প্রবাহিত। মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ এই নদীর তীরে শীতল শিলার উপর বসিয়া ভগ্নী সন্ধ্যার সহিত গল্প করিতেন, গাছের তলায় সবুজ ঘাসের উপর খেলা করিতেন, সুন্দর সুন্দর গাছের ফুল ছিঁড়িয়া, ফল পাড়িয়া, পাতা তুলিয়া সন্ধ্যার মনোরঞ্জনের জন্য দিতেন। এইভাবে তাঁহাদের দিন কাটিত। ভাইদের মধ্যে বশিষ্ঠই ছিলেন সকলের ছোট। তিনি সন্ধ্যাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। দিব্যজ্যোৎস্নালোকে সমস্ত দিক ভরিয়া গিয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে আরতির মধুর ধ্বনি হইতেছে। এমন সময় বশিষ্ঠ সন্ধ্যাকে সা

লইয়া একটি মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে স্বর্গ-গঙ্গার রজতধারা বড়ই সুন্দর দেখাইত। মন্দিরসংলগ্ন একখানি প্রস্তরের উপর বসিয়া তাঁহারা উভয়ে অনেকক্ষণ সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। তারপর বশিষ্ঠ সন্ধ্যাকে বলিলেন, 'সন্ধ্যা, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি স্রোতের জলে আহ্নিক করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।' বলিয়া তিনি নদীতীরে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা অনিমিষনয়নে স্বর্গ-গঙ্গার উজ্জ্বল শুভ্র স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চারিদিকে তখন একটা আলোর ঢেউ লাগিয়াছে। সন্ধ্যার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব বসন্তের নবমুঞ্জরিত মাধবীর ন্যায় অভিনব মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার হৃদয়কে ঢালিয়া দিয়া সন্ধ্যা নিজ দেহ সেই প্রস্তরখানির উপর বিছাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল।

ক্ষণপরে সন্ধ্যা স্বপ্নে দেখিতেছিলেন তাঁহার

কোলের কাছে আধ ফোটা গোলাপ ফুলের মত একটি সুন্দর শিশু। সেই শিশুর অপূর্ব্ব রূপমাধুরী কিছুক্ষণের জন্য সন্ধ্যাকে ভুলাইয়া রাখিল ; মনঃসংযমে যেন একটু বাধা পড়িল—তখন চারিদিকে আলো ছড়াইয়া সেই মন্দিরে এক মধুরিমাময়ী নারী-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। ইনি **মায়া**।

মায়া উভয়ের ভাব দেখিয়া একটু হাসিলেন। সেই হাসির আভা মন্দিরের চারিদিকে জ্যোৎস্নার তরল হিল্লোলের মত খেলিতে লাগিল। তখন অপূর্ব্ব প্রভামণ্ডিতা মায়ার মনে কত কথা জাগিয়া উঠিল—কি করিয়া জীবকে মুগ্ধ করিতে হইবে—কিঁ করিয়া ত্রিভুবনে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে এই নানা কথা তাঁহার হৃদয়-দ্বারে আসিয়া আঘাত করিল। মায়া ক্ষণকাল মৌনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর একটু অগ্রসর হইয়া সন্ধ্যাকে বলিলেন,—'সন্ধ্যা, এই যে মধুরগঠন চঞ্চল শিশুটি দেখিতেছ এ কে জান ? ইহার নাম কাম। তুমি এই সৃষ্টিমধ্যে কাহার হইবে এবং কি করিলে

এই চিন্তা যখন তোমার পিতা ব্রহ্মার হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল তখন ইহার জন্ম হয়। ইহাকে তুমি কোলে কর।'

সন্ধ্যার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল— তাহার হৃদয়ে কে জানি তাড়িৎ স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল— মুগ্ধা সন্ধ্যা দুই হাত তুলিয়া যেই শিশুকে ধরিতে যাইবেন, অমনি বশিষ্ঠ দ্রুতবেগে মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সন্ধ্যাকে বাধা দিয়া বলিলেন,— 'সন্ধ্যা, কর কি, থাম, থাম, ঐ শিশু কালসর্প, উহাকে ছুঁইও না, ইহার সংস্পর্শে আসিলে দেবতার দেবত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব কিছুই থাকে না।'

সন্ধ্যা চমকিয়া উঠিলেন---তাঁহার হৃদয় ব্যথিত, ত্রস্ত ও ভীত হইল। তিনি অতি সন্তর্পণে বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। মায়া উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া রোষভরে বশিষ্ঠ ও সন্ধ্যাকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন,—'আমাদের কর্ম্মে তোমরা বাধা দিলে, দেখিবে এই শিশুর অমিত প্রভাবে সত্বরই তোমাদের গৃহে একটা ঘোর অশান্তির অনল জ্বলিয়া

উঠিবে। তোমরা সকলেই সেই অগ্নির তাপে ব্যথিত ও চঞ্চল হইবে।' বলিয়া মায়া শিশুকে লইয়া কোন্ অজানিত সুদূরলোকে অদৃশ্য হইলেন। এমন সময় বশিষ্ঠ 'সন্ধ্যা, সন্ধ্যা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সন্ধ্যার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিভীষিকার আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, মুখ শুকাইয়া গেল।

সন্ধ্যার মুখশ্রীতে এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইয়া প্রশান্তবদন বশিষ্ঠ সন্ধ্যাকে কহিলেন,—'সন্ধ্যা, তোমার প্রাণে কেমন একটা উদ্বেগের ভাব দেখিতেছি, অকস্মাৎ নিদ্রা হইতে উঠিয়াছ বলিয়াই কি তোমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে ?'

সন্ধ্যা বলিলেন,—'তা' নয়। আমি তন্দ্রায় একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন। স্বপ্নে মায়া একটি ক্ষুদ্র শিশুকে লইয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছিল। চুপি চুপি আমার হৃদয়ে

কোথা হইতে জানি পাপ অল্প বিস্তর স্পর্শ করিল, সঙ্গে সঙ্গে লোভ আসিয়া দেখা দিল, এমন সময় দেখি তুমি যেন নিমেষের মধ্যে নদীর ঘাট হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে সেই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিলে। স্বপ্নের শেষ দিকটা এরূপ ভয়ঙ্কর যে ভয়ে আমার প্রাণ এখনও কাঁপিতেছে।'

সন্ধ্যার মুখে মায়ার এই প্রলোভনের কথা শুনিয়া, ব্যাপার কি তাহ বুঝিতে বশিষ্ঠের বিলম্ব হইল না। তখন তিনি সন্ধ্যাকে কহিলেন,—'সন্ধ্যা, কোনই ভয় নাই। ইহা হইতেও ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার দিন নিকটে আসিতেছে। সেই দিন প্রলোভন পরিপূর্ণ সামগ্রীর মধ্যে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ করিয়া স্থির থাকিতে পারিলে আমাদের প্রকৃত জয়লাভ হইবে।' এমন সময় ঊর্দ্ধে দৈববাণী হইল—'সেই পরীক্ষায় কাম ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুর মহাশক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ক্ষণকালের জন্য তোমাদের হৃদয় চঞ্চল হইলেও, পরিশেষে তোমরা জয়লাভ করিয়া নূতন জীবন লাভ করিবে

এবং দেবতার আশীর্ব্বাদে সপ্তর্ষিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংযম ও সাধনার জন্য জীবজগতের আদর্শ-স্থানীয় হইবে।'

*   *   *   *

*   *   *   *

*   *   *   *
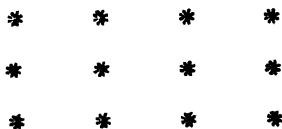
কাম-বিক্রম

আদিপুরুষ পরব্রহ্ম সৃষ্টির পর মেদ-মাংস গঠিত জীব দেহে প্রাণবায়ু সঞ্চার করিয়া উহাতে ষড়রিপুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টি জীবের প্রধান শত্রু। ইহারা একবার কোন প্রকারে হৃদয় মধ্যে আশ্রয় করিতে পারিলে, ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। এই দুর্দ্দান্ত শত্রুদের প্রভাবে সময় সময় দেবতারাও অভিভূত হন। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

'রজো গুণোদ্ভব কাম কৃষ্ণ-সাপ
কভু আসে ক্রোধরূপ ধরি,
সর্ব্বভুক্ দুষ্পূর সে মহাসাপ,
তাহার সমান নাই অরি।

* * * *

* * * *

মনোবুদ্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে করিয়া সে অধিষ্ঠান,
মোহপাশে ফেলি নাশে দেহীর বিবেক জ্ঞান।
আগেই সংযমী তাই ইন্দ্রিয়-নিচয়
পাপরূপী কামরিপু করে পরাজয়—
যেই রিপু মানব-হৃদয়ে করি বাস,
শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, উভে করে নাশ।' *

ষড়রিপুর সহিত জীবের সংগ্রাম জগতে এ নূতন নহে, মনুষ্য-জগতে এ যুদ্ধ প্রতিদিনই হইয়া থাকে ; এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিলে মানুষের গৌরব বাড়ে, তাহার মনুষ্যত্ব বজায় থাকে এবং রিপুজয়ী মহাপুরুষ ক্রমে ক্রমে দেবত্বের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হন।

তোমরা এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার, আত্মজয়ী না হইলে কেহই ত দেবতা হইতে পারিত না, তবে দেবগণ কেন সামান্য ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইতেন ? ইহার উত্তর দেওয়া মানববুদ্ধির সাধ্য নয়। তবে মুনি-ঋষিরা বলেন, ষড়রিপু যখন জগৎ

---

* নব রত্নমালা।

অধিকার করে, তখন এক আদিপুরুষ বিষ্ণু ভিন্ন দেব দানব যক্ষ রক্ষ সকলকেই কাম-ক্রোধের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে মহাদেবের মত সংযমীরও বিরাট হৃদয় ক্ষণিকের জন্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আত্মসংযমের দ্বারা জয়লাভ করিয়া তিনি ত্রিভুবনে 'যোগরাজেশ্বর' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সেই অবধি মহাদেব হিন্দুর গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সংযমী বলিয়া—কামজয়ী বলিয়া—সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া—হিন্দুর গৃহে মঙ্গলময় মহাদেবের নিত্যপূজা হইয়া থাকে। অনিন্দ্যশ্রী কুমারী সন্ধ্যা ব্রহ্মার মানসী-কন্যা, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহারও অপাপবিদ্ধ হৃদয় একদিন ষড়রিপুর প্রভাবে চঞ্চল হইয়াছিল। সেই সময় চিরসুন্দর স্বর্গরাজ্য অন্ধকারে—ধর্ম্মবিনাশী অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। ঋষি-কথিত সেই বিচিত্র কাহিনী তোমাদিগকে বলিতেছি।

স্বর্গে ব্রহ্মলোক। সেখানে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বাস করেন। সেস্থান যে কেমন তাহা কি করিয়া আমি

তোমাদিগকে বুঝাইব। তবে ঋষিরা বলেন,—জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম তথায় আছেন বলিয়া সেখানে মৃত্যু নাই, ভয় নাই, জরা নাই, ক্ষুধা পিপাসা কিছুই নাই। সেখানে মর্ত্তের চন্দ্র বা সূর্য্য আলোক দেয় না, সে স্থানের আলো যেন আমাদের পৃথিবীর মত নয়, উহা অসাধারণ রকমের উজ্জ্বল। সেস্থান জ্যোতিঃ, সলিল, বায়ু প্রভৃতি সর্ব্ব শক্তির মূল উৎস।

একদিন এই ব্রহ্মলোকে বিশেষ সমারোহে দেবতাদের সভা বসিয়াছিল। স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবগণ সেখানে আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু প্রভৃতি পুত্রগণ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তখন সহসা সেখানে কুমারী সন্ধ্যার আবির্ভাব হইল। তাঁহার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি হইতে পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া সভাস্থ সকলের প্রাণে একটা অপূর্ব্ব প্রফুল্লতার উদয় হইল।

ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সভার মধ্যস্থলে কুশাসনে বসিয়া সামগান করিতেছিলেন। মহর্ষি নারদ বীণা-সংযোগে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামের নেশায় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। জ্ঞান-পিপাসু বশিষ্ঠের সহিত ধর্ম্মরাজের ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নানাবিধ তত্ত্বের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ জানিবার জন্য যখন বশিষ্ঠের হৃদয় ব্যাকুল হইল অমনি ইন্দ্রজালে সব যেন কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

চক্ষের নিমেষে সকলের বক্ষে একটা অজ্ঞাত আকুলতা জাগাইয়া তুলিয়া সেখানে মায়া ও মদনের আবির্ভাব হইল। চারিদিকে তখন পুষ্পপরাগের স্নিগ্ধ গন্ধ ও নিটোল মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। অন্তরাল হইতে মায়া মদনকে বলিলেন,—'একটু সতর্ক হও।

ভয় নাই। এই দিকে আইস। প্রথম বাণ ব্রহ্মার উপর নিক্ষেপ কর।'

মদন মায়ার উপদেশ মত প্রথম বাণ ফুলধনুতে যোজনা করিয়া ব্রহ্মার প্রতি নিক্ষেপ করিল। সহসা সৃষ্টিকর্ত্তার বিরাট হৃদয় চঞ্চল হইল; তাঁহার শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মহাপ্রলয়েও যাঁহার হৃদয় টলে না আজ সেই শান্ত প্রাণে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল। তিনি মুগ্ধভাবে সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি জানি অজ্ঞাত কারণ তাঁহার হৃদয়ে বিপর্য্যয় ঘটাইল, তিনি তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না।

মায়ার জয় হইল।

* * * *

* * * *

মায়া নেপথ্যে বলিলেন,—'কেমন সন্ধ্যা, এখন বুঝিলে কাহার প্রভাব বেশী।'

স্বপ্ন টুটিয়া সত্য আজ ভীষণ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল!

আবার বাণ নিক্ষেপ। বাণের শক্তিতে ব্রহ্মার পুত্রগণও চঞ্চল হইলেন, তখন তাঁহারা ভগ্নী সন্ধ্যার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিলেন। তারপর সকলের শেষে কাম শেষ বাণটি সন্ধ্যার দিকে নিক্ষেপ করিল। অননুভূতপূর্ব্ব কি এক গভীর স্পন্দনে বালিকা সন্ধ্যার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। পুলক-কদম্বে সকল অঙ্গ পূরিয়া গেল। তখন তাঁহার তরুণ নেত্রের সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে মোহের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল।

সেদিন সত্য সত্যই ব্রহ্মালোকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সভা নীরব, নিস্তব্ধ। এমন সময় আকাশ-চারী মহাদেব সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিদ্রূপের সহিত ব্রহ্মাকে বলিলেন,—

'অহো ব্রহ্মংস্তব কথং কামভাবঃ সমুদ্গতঃ।
দৃষ্ট্বা স্বতনয়াং নৈতদযোগ্যং বেদানুসারিণাম্॥
যথা মাতা তথা জামির্যথা জামিস্তথা সুতা।
এষ বৈ বেদমার্গস্থ নিশ্চয়স্ত্বন্মুখোত্থিতঃ॥ *

* কালিকাপুরাণম্।

'কি ঠাকুর, শিশুকন্যাকে দেখিয়া তোমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছি! যাহারা বেদানুসারে চলে, এ কাজ তাহাদিগের যোগ্য নহে। পুত্রবধূ ও কন্যা মাতৃতুল্য; ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। তুমিই এই সিদ্ধান্তের প্রকাশক। হায়, তুমি সামান্য কামের প্রভাবে তাহা ভুলিয়া গেলে?'

এই শ্লেষ বাক্য শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা একটু লজ্জিত হইলেন। তখন তিনি আত্মশক্তির প্রভাবে ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ করিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন। সম্মুখে মদনকে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন এই অসম্ভব ঘটনার মূলে **মদন**। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—ক্রোধে মুখ ভ্রূকুটী-ভীষণ হইল। মায়া পূর্বেই পলাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা অভিশাপ দিয়া মনসিজকে বলিলেন,—'রে দুষ্ট, তুই আজ যেমন আমাকে বৃথা একটা অসম্ভব কার্য্যে প্রলুব্ধ করিলি, তোকে তোর সেই পাপে অভিশাপ দিতেছি তুই শিবের কোপানলে পুড়িয়া ছাই হইবি।' বলিয়া তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

শিবের সহিত অন্যান্য ঋষিরাও নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

ব্যথিত হৃদয়ে সন্ধ্যা একাকী পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া একটা বড় গাছের নীচে বসিয়া নীরবে কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই চিরহাস্যময় মনোহর বদনমণ্ডলে বিষাদের ঘন কালিমা অঙ্কিত হইয়াছিল। মায়া ও মদনের ব্যাপার তাঁহার নিকট প্রহেলিকাময় বলিয়া বোধ হইল। পিতা তাঁহার প্রতি সকাম ভাব দেখাইয়াছেন, ভাইয়েরাও তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এমন কি তিনি নিজেও বশিষ্ঠকে সকাম দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, হায়, এমন কেন হইল! একি ভ্রান্তি—একি ছলনা? এ কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার সর্ব্বশরীর বেতসের মত কাঁপিয়া উঠিল। তখন মন্দিরে যে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। ইহার মূলে মায়া ও মদনের এই অভিনয় বুঝিতে পারিয়া সন্ধ্যা কামকে জয় করিবার জন্য—কামের প্রভাবের অতীত

হইবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তখন তিনি স্বর্গ-গঙ্গার পুণ্য জল হাতে লইয়া স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া প্রশান্তভাবে বলিলেন,—'যদি গঙ্গা সত্য হয়—যদি আমার নারীধর্ম্ম সত্য হয়—তাহা হইলে আমি তপস্যা করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তপস্যায় অসম্ভব সম্ভব হইবে—

'কিন্ত্বেকাং স্থাপয়িষ্যামি মর্য্যাদামিহ ভূতলে।
উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকামাঃ স্যুঃ শরীরিণঃ।'

শৈশবে জীব যাহাতে কাম-মোহের বশীভূত না হয়—আমি সেই নিয়ম জগতে স্থাপন করিয়া যাইব।'

. এই সঙ্কল্প করিয়া সন্ধ্যা মর্ত্তে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গমন করিলেন।

মন্ত্রলাভ

প্রজাপতি ব্রহ্মা জ্ঞানযোগী বশিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন,—'বৎস, সন্ধ্যা তপস্যা করিতে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে গিয়াছে। সে ক্ষুদ্র বালিকা কি প্রণালীতে তপস্যা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সে তাহা কিছুই জানে না। অশুদ্ধ মন্ত্রপাঠে তপস্যায় কোন কালেই ফললাভ হয় না। তাই তুমি মর্ত্তে যাইয়া সন্ধ্যাকে তপস্যার শুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা দেও। আর একটি কথা তুমি ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যার নিকট যাইবে, কারণ তোমার এই রূপ দেখিলে সন্ধ্যা অত্যন্ত লজ্জা পাইবে।'

তখন বশিষ্ঠ 'তাহাই হউক' বলিয়া ব্রহ্মচারীর রূপ ধরিয়া চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে সন্ধ্যার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পরিধানে মৃগচর্ম্ম, মস্তকে জটাজূট। তাঁহাকে সেই নূতন বেশে বড়ই মনোহর

দেখাইতেছিল। তিনি দেখিলেন মানস সরোবরের ন্যায় একটি বড় সরোবর, তাহার নাম লোহিত সরোবর। সেই সরোবর হইতে পুণ্যসলিলা চন্দ্রভাগা পাহাড় ভেদ করিয়া দক্ষিণে সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই জলে শত শত কুমুদ-কহ্লার ফুটিয়া আছে—বড় বড় রাজহংস ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তীরে সুনয়ন কুরঙ্গশাবকগণ দলে দলে নবীন ঘাসের উপর বিচরণ করিতেছে—ময়ূর ময়ূরী পেখম মেলিয়া নাচিতেছে।

এই লোহিত সরোবরের নির্জ্জন একটি স্থানে বসিয়া সন্ধ্যা চিন্তায় মগ্ন। তাহার স্তব্ধ নয়নের দৃষ্টি কি জানি কিসের উপর স্থাপিত—বাহিরের জগৎ তখন তাহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। অদূরে একটি সুরভি কুসুমের গাছের অন্তরালে ব্রহ্মচারীবেশে বশিষ্ঠ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যার স্তব্ধ মূর্ত্তি দেখিলেন, তারপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। গভীর ভাবে আবিষ্ট বলিয়া সন্ধ্যা পশ্চাতে মানুষের পদশব্দ

বুঝিতে পারিলেন না। বশিষ্ঠ সাদরে ডাকিলেন—'ভদ্রে'—এই কথা বলিতেই সন্ধ্যার চমক ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দেখিলেন এক তেজোময় ঋষি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আগন্তুক সন্ধ্যার সম্মুখে আরও একটু অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—

কিমর্থমাগতা ভদ্রে নির্জ্জনং ত্বং মহীধরম্।
কস্য বা তনয়া গৌরি কিংবা তব চিকীর্ষিতম্॥

'ভদ্রে, তুমি কি জন্য এই নির্জ্জন ও দুর্গম পর্ব্বতে আসিয়াছ? তুমি কাহার কন্যা? তোমার শরীরে রোগ-শোকের লক্ষণ ত কিছুই দেখিতেছি না, তবে কেন তোমার মুখশ্রীতে চিন্তার রেখা অঙ্কিত? যদি এ সকল কথা তোমার নিকট বিশেষ গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।'

সন্ধ্যা অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,—

'মহাশয়, আমি যে জন্য এই দুর্গম পাহাড়ে আসিয়াছি, আপনাকে দেখিয়া তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ঠাকুর, আমি তপস্যা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসী কন্যা ; আমার নাম সন্ধ্যা। আমি তপস্যার প্রণালী না জানিয়া তপোবনে আসিয়াছি, এখন কি যে করিব তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এই চিন্তায় আমার প্রাণ-মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া সাধনা করিতে হয় আমাকে তাহারই উপায় বলিয়া দিন, আপনি দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করুন।'

ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ সন্ধ্যার বাক্য শুনিয়া খুব খুসি হইলেন। তিনি সন্ধ্যাকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেননা তিনি নিজে সমস্ত তত্ত্বই জানিতেন। তখন বশিষ্ঠ সংযতচিত্তা সন্ধ্যাকে হরি পূজার প্রণালী শিখাইয়া দিয়া কহিলেন,—

'ভদ্রে, মনে ভাব তাঁরে জ্যোতিঃর আঁধার,
পরম আরাধ্য বিষ্ণু সাধনা সবার।

ধৰ্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে হন তিনি মূল
ভজ তাঁরে হৃদিমাঝে ঘুচে যাবে ভুল।
শঙ্খ-চক্র-গদা হস্তে কমল লোচন
হার কেয়ূরাদি অঙ্গে দিব্য আভরণ,
নিত্যানন্দ বাসুদেবে কর নমস্কার
সেইত জীবের মন্ত্র—মুক্তি সবাকার।'

বলিয়া বশিষ্ঠ সন্ধ্যার কাণে 'ওঁ নমো বাসু-দেবায় ওঁ' মন্ত্র দান করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন,—'এই মন্ত্র হৃদয় মধ্যে জপ করিয়া মৌনী তপস্যা আরম্ভ কর।'

'মৌনী তপস্যা' বিষয়টা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। কথা না বলিয়া স্নান, তর্পণ ও পূজা করাকে 'মৌনী তপস্যা' বলে। এই প্রকার তপস্যায় একাগ্র চেষ্টা চাই। মৌনী তপস্যা আরম্ভ করিয়া প্রথম ছয় দিন কিছুই আহার করিতে নাই, কেবল তৃতীয় এবং ষষ্ঠ দিন রাত্রিতে একবার মাত্র পাতায় করিয়া জল পান করিতে পারা যায়। তাহার পর তিন দিন উপবাস করিতে হয়, সেই সময়

একটু জলও পান করিতে পারা যায় না। এইরূপে তপস্যা শেষ হইলে প্রতি তৃতীয় দিন রাত্রিতে সামান্য কিছু খাইতে হয়। বৃক্ষের বাকল পরিধান এবং ভূমিতে শয়ন, এই তপস্যার অঙ্গ। এই প্রণালীতে হরির চিন্তায় আত্মসমাহিত হইতে পারিলে বিষ্ণু স্বয়ং সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন।

সন্ধ্যা বিষ্ণুপূজার পদ্ধতি শিখিয়া লইয়া বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন।

বশিষ্ঠ সন্ধ্যাকে আশীর্বাদ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। সন্ধ্যা মনের আনন্দে লোহিত সরোবর তীরে বিষ্ণুর চিন্তা ও ধ্যানে তন্ময় হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রশান্ত ললাটের প্রান্তস্থিত কেশরাজি একটুও নড়িল না,— তাঁহার দুইটি নিশ্চল চক্ষু বিষ্ণুর ধ্যানে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। তাঁহার আকৃতিতে তখন এক অপূর্বভাব ব্যক্ত হইতেছিল। হৃদয়ে তিনি যে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতেছিলেন তাহা তাঁহার বিম্বাধরের ঘন ঘন স্ফুরণ হইতে জানা যাইত। তপস্যার ফলে তাহার শরীর হইতে দিব্য তেজ

বাহির হইয়া তাঁহার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ আরও সুন্দর দেখাইল। সরোবরের তপোভূমি সন্ধ্যার সৌন্দর্যে এবং মাধুর্যে অলঙ্কৃত ও অমৃতসিক্ত হইয়া উঠিল।

তপস্যা

লোহিত সরোবরের তীরে সন্ধ্যা কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ভোর না হইতেই তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া, সরোবরে স্নান করিতে যান। তারপর যজ্ঞানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আহুতি দান করেন। তথায় যজ্ঞের অগ্নি হইতে নিয়ত ধূম উঠিত। এই ভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একদিন নয়, দুইদিন নয়, সন্ধ্যা ক্রমান্বয়ে ছত্রিশ বৎসর কাল এইরূপ সাধনা করিলেন। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, মনুষ্য সকলেই তাঁহার অদ্ভুত তপস্যা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তৎপরে ভগবান হরি ভক্তের চক্ষে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। একদিন তিনি হৃষ্টমনে সহাস্যবদনে মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিলেন। সহসা

চারিদিকে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, অপূর্ব্ব আলোকে সেই সরোবর তীর সমুজ্জ্বল হইল, অপূর্ব্ব সৌরভ বায়ু তরঙ্গে ভাসিয়া চলিল। সন্ধ্যা দেখিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কমললোচন শ্রীহরি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। হরি বলিলেন,—'মা, ক্ষান্ত হও, এই দেখ আমি আসিয়াছি। তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।'

সন্ধ্যা শ্রীহরিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহার এতদিনের সাধনা, এতদিনের আকাঙ্ক্ষা বুঝি সফল হইল।

সন্ধ্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া হরিকে প্রণাম করিলেন। তারপর তিনি মনে মনে বলিলেন, 'আমি লেখা পড়া জানি না, আমি হরিকে কি বলিব? কি রূপেই বা তাঁহার স্তব করিব।' এই ভাবনায় তিন দুইটি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। শ্রীহরি সন্ধ্যার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান, দিব্যবাক্য এবং দিব্যচক্ষু দিলেন। তখন সন্ধ্যা দৈবশক্তির প্রভাবে মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন,—

১

নমি দেব নারায়ণ নমি শতবার,
নহে সূক্ষ্ম, নহে স্থূল
যোগীর জ্ঞানের মূল,
সেই হরিপদে আমি করি নমস্কার।

২

মহি তব শিব শান্ত জ্ঞানের অতীত,
তমোরূপে বর্ত্তমান
জিনি সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্
নমি সেই সদানন্দে হয়ে সমাহিত।

৩

এক শুদ্ধ দীপ্যমান চিদানন্দময়
শ্রীপদ বিপদহারী
চক্রপাণি গদাধারী
নমি দেব তব পদে দাওগো অভয়।

পরম অধ্যাত্ম জ্ঞানে তুমিই কারণ,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর

জ্ঞান-বুদ্ধি অগোচর,
পুণ্য হতে পুণ্যতর নমি নারায়ণ।

৫

অজর অব্যয় রূপে অবস্থিতি যাঁর,
যোগিগণ ভাবে নিত্য
অষ্টাঙ্গ সমাধি সত্য,
জ্ঞানগম্য নিরাকার করি নমস্কার।

সাকার বিশুদ্ধ যিনি রূপে মনোহর
গরুড় আসন যাঁর
করে শঙ্খ, চক্র আর
নমি সেই যোগযুক্ত দেব গদাধর।

পৃথিবী সলিল তেজ মরুৎ আকাশ,
প্রকৃতি-পুরুষ শক্তি
আত্মবুদ্ধি পরাভক্তি,
নমি তোমা শ্রেষ্ঠ দেব হও গো প্রকাশ।

৮

পঞ্চভূত হও তুমি পুনঃ গুণময়,
তোমার নাহিক জন্ম
সনাতন পরব্রহ্ম
পুরাণ-পুরুষ তুমি নমি জগন্ময়।

৯

ব্রহ্মারূপে স্রষ্টা তুমি বিষ্ণুরূপে স্থিতি,
রুদ্ররূপে নাশ সৃষ্টি
বহ্নিরূপে দাও দৃষ্টি,
অদ্ভুত সে কায়া তব করি হে প্রণতি।

১০

কারণের মূল তুমি জ্ঞানামৃত দাতা,
মোক্ষ দাও সর্ব্বজনে
প্রকাশি স্বরূপ মনে
নমস্কার নমস্কার দেব বিশ্বধাতা।

১১

পদে বিশ্ব, মনে চন্দ্র, বদনে অনল,
নেত্রে সূর্য্য সমুজ্জ্বল

ব্যোম-নাভী নিরমল
লভে জন্ম তব দেহে, ওহে মহাবল।

১১

আদি অন্তহীন তুমি নমি তপোময়
বাক্য মন অগোচর
রক্ষ তুমি চরাচর,
প্রসন্ন হইয়ে হরি দাও বরাভয়।

সন্ধ্যার স্তবে হরি প্রসন্ন হইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন,—"ভদ্রে, তোমার কঠোর তপস্যায় এবং স্তবে আমি প্রীত হইয়াছি; তোমার কি বাঞ্ছিত আছে তাহা প্রার্থনা কর, আমি আনন্দের সহিত তোমাকে তাহা দিতেছি।"

সন্ধ্যা বলিলেন,—'দেব, যদি আমার তপস্যায় আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দিন যে, জীব শৈশবে যেন সকাম না হয়। আর এই বর দিন, আমি যেন সতত সংযত ও একনিষ্ঠ হইয়া ভাবী পতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারি। আর শেষ প্রার্থনা এই, স্বামী ভিন্ন অপর

কাহারও প্রতি আমার যেন কখনও সকাম দৃষ্টি পতিত না হয় এবং স্বামী যেন আমার পরম বন্ধু হন।'

ভগবান্ বলিলেন,—'তথাস্তু। মানব জীবনে শৈশব, কৌমার, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য এই চারি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণিগণ যৌবন সমাগমে সকাম হইবে। তোমার তপঃ প্রভাবে আমি জগতে এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিলাম। ত্রিজগতে তুমি পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা হইবে। তোমার স্বামী তোমার সহিত সপ্তকল্পান্তজীবী * হইবেন। তুমি মেধাতিথি মুনির যজ্ঞানলে দেহ-ত্যাগ করিয়া অগ্নিশুদ্ধ হইলে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত হইবে।

বলিয়াই নারায়ণ সন্ধ্যাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করি-লেন। ক্ষণ মধ্যে তাঁহার শরীর পুরোডাশময় † হইল।

---

* আর্য্য ঋষিরা সময়কে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগকে কল্প বলে।

† যজ্ঞীয় ঘৃত।

দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

যজ্ঞক্ষেত্রে

চন্দ্রভাগা নদী তীরে বহুযোজনব্যাপী অরণ্যের এক প্রান্তে এক সুন্দর আশ্রম। সে আশ্রমের সৌন্দর্য্যের কথা তোমাদের কেমন করিয়া বুঝাইব। সেখানে চারিদিকে কেবলি শান্তি, কেবলি আনন্দ। মুনিদের আশ্রম শান্তি ও আনন্দের আশ্রয়স্থল, তাই সেই স্থানে বাঘ, হরিণ, সিংহ সমস্ত জন্তু হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত। কোথাও ময়ূর ময়ূরী পেখম মেলিয়া নাচিত—কোথায়ও মৃগশাবক মুনিকন্যাদের হাত হইতে তৃণগুচ্ছ খাইত—কোথাও বনফুল প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ ছড়াইত, কোথায়ও কোকিল পাপিয়া গাছের ডালে বসিয়া সুমধুর গানে দিক পূর্ণ করিত, কোথায়ও বা বেদজ্ঞ মুনিগণ সামগান করিয়া হোমানলে আহুতির পর আহুতি দিতেন। আশ্রমের এই স্বর্গীয় চিত্রের মাঝখানে পুণ্যপ্রাণ মুনিগণ

আপনাদিগকে ভুলিয়া গিয়া জগতের কল্যাণের জন্য ব্যাকুল অন্তরে এইভাবে ভগবানের নিত্য পূজা করিতেন। সদানন্দময় মহর্ষি মেধাতিথি এই আশ্রমের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তপোনিষ্ঠ ও দেবভাবাপন্ন ঋষি সে সময়ে কেহই ছিলেন না।

জীবের মঙ্গলের জন্য মেধাতিথি 'জ্যোতিষ্টোম' যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 'জ্যোতিষ্টোম' বিষয়টি বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। ইহা যাগ বিশেষ। বসন্ত কালে পাঁচ দিন এই যজ্ঞ করিতে হয়। সর্ব্ব প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরাই এই যজ্ঞের অধিকারী। এই যজ্ঞে ষোলজন ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু এই যজ্ঞের প্রধান দেবতা এবং সোমরস প্রধান উপকরণ।

সশিষ্য মেধাতিথি সরোবর তীরে যজ্ঞ করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া কলসী কলসী

ঘৃত যজ্ঞানলে আহুতি দিতেছিলেন। যজ্ঞের ধূমে চন্দ্রভাগ পর্ব্বত আঁধার হইয়া গেল। এমন সময় সন্ধ্যা, বিষ্ণুর অনুগ্রহে সকলের অলক্ষ্যে সেই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রগুরু ব্রহ্মচারীকে পতি ভাবে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর কৃপায় তাঁহার দেহ পুরোডাশময় হইয়াছিল, তাই সেই শরীর অলক্ষিত ভাবে দগ্ধ হইয়া পুরোডাশের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। অগ্নিদেব তাঁহার দেহ দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুর অনুমতি ক্রমে সেই অগ্নিশুদ্ধ বিশুদ্ধ দেহকে ঊর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। সূর্য্যদেব তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পিতৃগণ ও দেবগণের প্রীতির জন্য নিজ রথে স্থাপিত করেন। সন্ধ্যার এই দ্বিধা বিভক্ত দেহই প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা।

তারপর বিষ্ণু সন্ধ্যার প্রাণ-বায়ুকে শরীরী করিয়া সেই যজ্ঞীয় অনলে রাখিয়া দেন। যথা সময়ে যজ্ঞ শেষ হইলে মেধতিথি অগ্নি মধ্যে তপ্তকাঞ্চন বর্ণা এক কন্যাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। সেই কন্যার

বেড়াইতেন। তাঁহার পুণ্য পাদস্পর্শে 'তাপসারণ্য' মহাপুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। আজিও লোকে চন্দ্রভাগা নদীর 'অরুন্ধতী তীর্থ সলিলে' স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এখানে স্নান করিলে চন্দ্রলোকে ও বিষ্ণুলোকে বাস এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

তারপর এক দিন অরুন্ধতী চন্দ্রভাগা জলে স্নান করিয়া মহর্ষি মেধাতিথির সম্মুখে খেলা করিতে-ছিলেন, সহসা চতুর্দ্দিক রক্তোজ্জ্বল করিয়া প্রজা-পতি ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অরুন্ধতীর শিক্ষার সময় সমাগত বুঝিয়া মেধাতিথিকে উপদেশ দিবার জন্যই ব্রহ্মার আগমন হইয়াছিল।

মেধাতিথির সহিত আশ্রমের অন্যান্য মুনি-ঋষিরা পিতামহ ব্রহ্মাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। তখন ব্রহ্মা মেধাতিথিকে কহিলেন—'মুনিবর, অরু-ন্ধতীর শিক্ষার সময় উপস্থিত। তুমি ইহাকে সতী রমণীর সংসর্গে রাখ, স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকেরই উপদেশ দেওয়া উচিত; কিন্তু তোমার এখানে ত

কোন স্ত্রীলোক নাই। অতএব তুমি ইহাকে সাবিত্রী ও বহুলার নিকট রাখিবে। দেখিবে তাঁহাদের সংসর্গে এবং শিক্ষার প্রভাবে অরুন্ধতী সত্বরই জগতের নিকট অপূর্ব্ব সতীধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়া তোমাকে এবং তোমার আশ্রমকে পুণ্যময় করিয়া তুলিবে।'

বলিয়াই সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

এদিকে মেধাতিথি অরুন্ধতীকে লইয়া সাবিত্রী ও বহুলার উদ্দেশে সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। তথায় পদ্মাসনে অক্ষমালা হস্তে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি সাবিত্রী দেবীকে দেখিতে পাইলেন। তখন বহুলা মানস পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। সাবিত্রী তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মানসাচলে গেলেন—সেই পুণ্য স্থানে পঞ্চসতী সাবিত্রী, বহুলা, গায়ত্রী, সরস্বতী ও দ্রুপদার শুভ সম্মিলন হইল।

সুরসুন্দরীদিগকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া মহর্ষি সকলকে একে একে প্রণাম করিলেন। তারপর

অধরে যূথিকা কুসুমের মত শুভ্রহাসিচ্ছটা, পৃষ্ঠদেশে নিবিড় মেঘের ন্যায় মুক্ত অলকজাল। এই অপূর্ব্ব শিশুমূর্ত্তি দেখিয়া যজ্ঞভূমির সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন সময় সহসা সেখানে দৈববাণী হইল—'মুনিবর, ইনি ব্রহ্মার মানসী কন্যা সন্ধ্যা। তুমি ইহাঁকে গ্রহণ করিলে ব্রহ্মলোকের অধিবাসী হইবে।'

এই দৈববাণী শুনিয়া মেধাতিথির বড় আনন্দ হইল। তখন তিনি, সেই কন্যাকে যজ্ঞের অর্ঘ্য জলে স্নান করাইয়া সানন্দচিত্তে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন।

যজ্ঞে প্রাপ্ত এই কন্যা

ন রুণদ্ধি যতো ধর্ম্মং সা কেনাপি চ কারণাৎ।

কোন কারণেই ধর্ম্মে বাধা দেন না বলিয়া মহর্ষি মেধাতিথি ইহাঁর নাম রাখিলেন 'অরুন্ধতী।'

মানস পর্ব্বতে

মহর্ষি মেধাতিথির 'তাপসারণ্য' নামক আশ্রমে শিশু অরুন্ধতী শুক্ল পক্ষের শশিকলা ও জ্যোৎস্নার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বদনমণ্ডল, পদ্মের পাপড়ির মত চক্ষু, স্নিগ্ধোজ্জ্বল সোনার মত গায়ের রঙ, প্রস্ফুট চম্পক ও অতসী কুসুমের ন্যায় গণ্ডের দীপ্তি এবং অধরোষ্ঠের অরুণ কান্তি যে দেখে সেই অবাক্ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া থাকে। ক্ষুদ্র শিশুর ললিত মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্রমের সকলেই মোহিত হইলেন। এমন রূপ মর্ত্ত্যে কেহ কখনও দেখে নাই, এমন দীপ্তশিখার ন্যায় মনোহর রূপ কেহ কল্পনাতেও আঁকিতে পারে না।

দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া অরুন্ধতীর পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গেল। তখন তিনি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এবং সেই আশ্রমের চতুর্দ্দিকে খেলিয়া

বেড়াইতেন। তাঁহার পুণ্য পাদস্পর্শে 'তাপসারণ্য' মহাপুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। আজিও লোকে চন্দ্রভাগা নদীর 'অরুন্ধতী তীর্থ সলিলে' স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এখানে স্নান করিলে চন্দ্রলোকে ও বিষ্ণুলোকে বাস এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

তারপর এক দিন অরুন্ধতী চন্দ্রভাগা জলে স্নান করিয়া মহর্ষি মেধাতিথির সম্মুখে খেলা করিতে-ছিলেন, সহসা চতুর্দ্দিক রক্তোজ্জ্বল করিয়া প্রজা-পতি ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অরুন্ধতীর শিক্ষার সময় সমাগত বুঝিয়া মেধাতিথিকে উপদেশ দিবার জন্যই ব্রহ্মার আগমন হইয়াছিল।

মেধাতিথির সহিত আশ্রমের অন্যান্য মুনি-ঋষিরা পিতামহ ব্রহ্মাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। তখন ব্রহ্মা মেধাতিথিকে কহিলেন—'মুনিবর, অরু-ন্ধতীর শিক্ষার সময় উপস্থিত। তুমি ইহাকে সতী রমণীর সংসর্গে রাখ, স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকেরই উপদেশ দেওয়া উচিত; কিন্তু তোমার এখানে ত

কোন স্ত্রীলোক নাই। অতএব তুমি ইহাকে সাবিত্রী ও বহুলার নিকট রাখিবে। দেখিবে তাঁহাদের সংসর্গে এবং শিক্ষার প্রভাবে অরুন্ধতী সত্বরই জগতের নিকট অপূর্ব্ব সতীধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়া তোমাকে এবং তোমার আশ্রমকে পুণ্যময় করিয়া তুলিবে।'

বলিয়াই সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

এদিকে মেধাতিথি অরুন্ধতীকে লইয়া সাবিত্রী ও বহুলার উদ্দেশে সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। তথায় পদ্মাসনে অক্ষমালা হস্তে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি সাবিত্রী দেবীকে দেখিতে পাইলেন। তখন বহুলা মানস পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। সাবিত্রী তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মানসাচলে গেলেন—সেই পুণ্য স্থানে পঞ্চসতী সাবিত্রী, বহুলা, গায়ত্রী, সরস্বতী ও দ্রুপদার শুভ সম্মিলন হইল।

সুরসুন্দরীদিগকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া মহর্ষি সকলকে একে একে প্রণাম করিলেন। তারপর

তিনি কন্যাকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—'মা সাবিত্রি, মা বহুলে, এই আমার কন্যা অরুন্ধতী। ইহার শিক্ষার সময় উপস্থিত, তাই আমি ব্রহ্মার উপদেশে এখানে আসিয়াছি। যাহাতে আমার এই কন্যা সতী ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে, আপনারা উভয়ে ইহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিন।'

বহুলার সহিত সাবিত্রী বলিলেন,—'আমরা আপনার কন্যাকে যথাবিধি শিক্ষা দিব। ইনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন, আপনার তপোবলে এবং নারায়ণের অনুগ্রহে আপনি ইঁহাকে কন্যারূপে পাইয়াছেন। ইনি আপনার কুল পবিত্র করিয়াছেন, অদ্ভুত সতীধর্ম্মে আপনার যশ বাড়াইবেন, সমস্ত জগতের এবং দেবগণের সতত মঙ্গল সম্পাদন করিবেন।

মেধাতিথি সাবিত্রী ও বহুলার বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি কন্যাকে আশী-র্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—'মা, এখন আমি আসি।

তুমি সাবিত্রী ও বহুলার কাছে সতীর ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া জগতের নিকট সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবে। মা, তোমার শিক্ষায় মঙ্গল হউক।'

বলিয়া মেধাতিথি কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বিয়োগ ব্যথায় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ এবং কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

অরুন্ধতী কাঁদিতে কাঁদিতে মস্তক অবনত করিয়া পিতৃচরণ স্পর্শ পূর্ব্বক বিদায় ভিক্ষা চাহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সাবিত্রী ও বহু-লার নিকট চলিয়া গেলেন।

ব্রতপরায়ণ অরণ্যচারী মেধাতিথি কন্যার শিক্ষায় সুফল কামনা করিয়া সহসা তপোবনে তাপসারণ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

* * * *

* * * *

* * * *

পূর্ব্বস্মৃতি

সাবিত্রী ও বহুলা সাতবৎসর কাল অরুন্ধতীকে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। কখন সাবিত্রী তাঁহাকে সূর্য্যগৃহে লইয়া যাইতেন, কখন বা বহুলা তাঁহাকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া যাইতেন। সতীধর্ম্মের মাহাত্ম্য, সতীত্বের প্রভাবে অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন, প্রভৃতি নানা বিষয়ে অরুন্ধতীর সহিত আলোচনা হইত। অরুন্ধতীর প্রতিভা ও মেধার তুলনা ছিল না। অপূর্ব্ব স্থিরবুদ্ধিশালিনী বলিয়া সহজেই তিনি সাবিত্রী ও বহুলার নিকট হইতে সর্ব্ববিদ্যা শিখিয়া লইলেন। তাঁহার মন অল্প দিনেই জ্ঞান, সত্য ও স্ত্রীধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি সাবিত্রী ও বহুলা হইতেও শ্রেষ্ঠা হইলেন। পদ্মের সুবাস যেমন সমস্ত সরোবর আমোদিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া

যায়, তেমনি লক্ষ্মীর সমান সুন্দরী, সরস্বতীর মত বিদুষী অরুন্ধতীর গুণের গরিমা দিনে দিনে চারি-দিকে ছড়াইয়া গেল।

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। যথা সময়ে অরুন্ধতীর যৌবনশ্রী ফুটিয়া উঠিল। তখন তাঁহাকে চাঁদের মত টুকটুকে, পদ্মের মত ঢল ঢলে, হাসির মত সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের কিরণচ্ছটায় মানস পর্ব্বত হাসিয়া উঠিল।

সে এক অপূর্ব্ব মধুর নারীমূর্ত্তি!

* * * *

* * * *

একদিন নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী অরুন্ধতী মানস পর্ব্বতে একাকী বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ এক জায়গায় ঘন লতা গুল্ম আচ্ছাদিত ঝোপের আড়ালে দেখিলেন—নবসূর্য্যপ্রভ এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসিয়া আছেন। অরুন্ধতী অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ সেই মনোহর মূর্ত্তি দেখিলেন। তখন সহসা তাঁহার প্রাণের মাঝে আবার একি ভাব জাগিয়া

উঠিল ? কোথা হইতে যেন একটি সুর, অখণ্ড বিচিত্র তালে-ছন্দে তাঁহার প্রাণ-মন মথিত করিয়া তুলিল।

অরুন্ধতী কিছুক্ষণের জন্য মুগ্ধনেত্রে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই মোহ কাটিয়া তাঁহার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও ব্যথিত হইলেন।

মোহ ভাঙ্গিবামাত্র অরুন্ধতী সেস্থান ত্যাগ করিলেন, তেজোময় পুরুষের দিকে আর ফিরিয়া চাহিতে পারিলেন না, কি যেন এক গোপন অপরাধের সঙ্কোচে নিজের কাছেই তিনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিলেন, কি এক গভীর বেদনায় তাঁহার বুকখানা মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মনে হইল, জীবনে তাঁহার কি একটা বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে অনুতাপ আসিতেই মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রু-বিন্দুতে তাঁহার দুই চক্ষু ভরিয়া উঠিল। 'হায়, আমি সতীত্ব হরাইলাম' এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। মনোদুঃখে

তাঁহার মুখ মলিন, অঙ্গ সকল ম্লান, এবং হাঁটি-বার সময় প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার চরণ স্খলিত হইতেছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,

'মৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্মা ছিন্না চ তৎক্ষণাদপি।'

'নারী-ধর্ম্ম মৃণাল সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, উহা বায়ুর কোমল স্পর্শও সহিতে পারে না ; তাই তাহা অল্প চাঞ্চল্যেই বিনষ্ট হয়। হায়, আজ আমি পর পুরুষের প্রতি চিত্তচাঞ্চল্য দেখাইয়া সেই ধর্ম্ম লোপ করি-লাম। হায়, হায়, আমার ইহকাল, পরকাল দুই-ই গেল।' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অরুন্ধতী ম্লান বদনে সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। যোগ-বলে সাবিত্রী সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অরু-ন্ধতীকে কহিলেন,—'বৎসে, কেন তুমি বৃথা আক্ষেপ করিতেছ। যাঁহাকে দেখিয়া তোমার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাকেই পূর্ব্বজন্মে তুমি পতিত্বে বরণ করিয়া মেধাতিথির যজ্ঞাগ্নিতে দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলে। তিনি ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া

তুমি মুগ্ধ হইয়াছিলে বলিয়া তোমার সতীত্ব লোপ হয় নাই।'

তখন সাবিত্রী ও বহুলা সন্ধ্যার জন্ম, তাঁহার চন্দ্র-ভাগ পর্ব্বতে গমন, বশিষ্ঠের মন্ত্র-দান, কঠোর তপস্যা, সন্ধ্যাকে বিষ্ণুর বরদান, মর্য্যাদা স্থাপন, বশিষ্ঠকে পরজন্মে স্বামীত্বে বরণ, মেধাতিথির যজ্ঞে দেহত্যাগ প্রভৃতি পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। অরুন্ধতী তখন পূর্ব্বজন্মস্মৃতি লাভ করিয়া নিজকে নিষ্পাপা বুঝিতে পারিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মুখশ্রীতে এক অপূর্ব্ব পুণ্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।

উপসংহার

বিবাহ

অরুন্ধতীর অপূর্ব্ব কাহিনী প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এইক্ষণে উপসংহারে বশিষ্ঠের সহিত অরুন্ধতীর বিবাহ-মঙ্গল কথা বলিয়া এই আখ্যায়িকা শেষ করিব।

একদিন সাবিত্রী অরুন্ধতীকে সূর্য্য মণ্ডলে রাখিয়া ব্রহ্মার নিকট যাইয়া বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী সংবাদ বলিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা সমাধিযোগে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর বিবাহ সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া যে স্থানে অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে দেখিয়াছিলেন সেই মানস পর্ব্বতে সাবিত্রীকে লইয়া গেলেন। নন্দি-ভৃঙ্গি প্রভৃতি অনুচর সঙ্গে করিয়া কৈলাস-পতি মহাদেবও তথায় আসিলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণুও তখন উপস্থিত হইলেন। স্বর্গে

দেবতাদের বিবাহে নারদ ঋষির প্রয়োজন হইত, তাই ব্রহ্মা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন,—'নারদ, তোমাকে একটু পরিশ্রম করিতে হইবে। তুমি এখনি চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে যাইয়া মহর্ষি মেধাতিথিকে লইয়া আসিবে।'

নারদ তখনই তাঁহার বীণাটী হাতে লইয়া বীণার মধুর স্বর-তরঙ্গে ব্যোমপথ প্লাবিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সম্মুখে নারদমুনিকে দেখিয়া মেধাতিথি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সাগ্রহে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসিবার জন্য মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া দিলেন।

কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া নারদ ব্রহ্মার আদেশ মত মেধাতিথিকে সঙ্গে লইয়া মানস পর্ব্বতে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে তখন বড় রকমের একটা দেবসভা বসিয়াছিল। স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মেধাতিথি প্রথমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—'মুনিবর, এই দেবসভা মধ্যে

ব্রাহ্ম-বিবাহ* মতে তোমার ব্রতচারিণী কন্যা অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠহস্তে সম্প্রদান কর। ইহাদের বিবাহবন্ধন আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি ; আর এই ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য বিষ্ণুও অনুমোদন করিয়াছেন। বশিষ্ঠকে কন্যাদান করিলে তোমার বংশের যশ এবং সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন হইবে। অতএব কন্যাদানে আর বিলম্ব করিও না।'

'তাহাই হউক' বলিয়া মেধাতিথি আনন্দ চিত্তে বিবাহে সম্মতি দিলেন।

* * * *

* * * *

তারপর মেধাতিথি কন্যা অরুন্ধতীকে সঙ্গে করিয়া ধ্যানমগ্ন বশিষ্ঠের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, সাবিত্রী ও বহুলা প্রভৃতি দেবীগণ সেখানে আসিলেন।

---

* শাস্ত্রমতে বিবাহ আট প্রকার যথা,—ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। বরকে যথাবিধি আহ্বান করিয়া সালঙ্কৃতা কন্যাদান করাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে।

তাঁহারা সকলে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি বশিষ্ঠকে পর্ব্বতের এক নির্জ্জন স্থানে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন দেখিতে পাইলেন। তখন মেধাতিথি অরুন্ধতীকে অগ্রে করিয়া সংযমী বশিষ্ঠকে বলিলেন,—'দেব, আমি ব্রাহ্ম-বিধি অনুসারে ব্রতচারিণী অরুন্ধতীকে সম্প্রদান করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। আপনি যখন যে যে আশ্রমে বাস করিবেন, আমার এই কন্যা তখন ছায়ার ন্যায় অনুগত ও সমান ব্রতচারিণী হইয়া আপনার শুশ্রূষা করিবে।'

ক্রমে ধ্যান ভঙ্গে বশিষ্ঠের দুইটি চক্ষু প্রভাত-পদ্মের পাপড়ির মত ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। তিনি সম্মুখে মেধাতিথি ও অরুন্ধতী এবং অল্প কিছু দূরে ব্রহ্মার সহিত দেবগণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা নিকটে অগ্রসর হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন,—'বৎস, তুমি অরুন্ধতীকে গ্রহণ কর। তাহা হইলে আমরা সকলেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিব।'

মহর্ষি বশিষ্ঠ আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি অরুন্ধতীকে গ্রহণ করিয়া 'বাঢ়ং*' বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন।

তারপর বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর বিবাহ ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। দেবদেবী, ঋষি প্রভৃতি সকলে মিলিয়া আনন্দোৎসব করিলেন। মানস পর্ব্বত দেবগণের হাসি, আনন্দ ও আমোদ-আহ্লাদের হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সাবিত্রী ও বহুলা অরুন্ধতীকে মন্দাকিনী জলে স্নান করাইয়া সুবর্ণময় নানাবিধ অলঙ্কারে সাজাইলেন। বশিষ্ঠ জটা বাকল খুলিয়া ফেলিলেন। তিনিও পুণ্য জলে অবগাহন করিয়া মাঙ্গলিক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সর্ব্বতীর্থের জল সোনার কলসে পূর্ণ করিয়া

* হাঁ।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য-মাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ॥

বেদোক্ত মন্ত্রে নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্নান করাইলেন। সেই শান্তিজল মানসসরোবর হইতে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া হিমালয়ের নানা স্থানে পতিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই শিপ্রা, কৌষিকী, কাবেরী, গোমতী, দেবিকা, সরযূ ও ইরাবতী এই সাতটি নদীর উৎপত্তি হইয়াছিল।

এই বিবাহোপলক্ষে দেবদেবী সকলেই বর-বধূকে নানাবিধ যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা একখানি 'রথ' ও জলপূর্ণ 'কমণ্ডলু', বিষ্ণু দেবলোকের ঊর্দ্ধে মরীচি প্রভৃতির নিকট 'দুর্লভ-স্থান', শিব 'দীর্ঘায়ু', অদিতি 'কুণ্ডলযুগল', সাবিত্রী 'পাতিব্রত্য', বহুলা 'বহুপুত্রত্ব', এবং ইন্দ্র ও কুবের ধনরত্নাদি নবদম্পতীকে উপহার দিলেন।

বিবাহের পর অরুন্ধতীর সহিত বিমানযোগে মহর্ষি বশিষ্ঠ, 'সপ্তর্ষি মণ্ডলে' চলিয়া গেলেন। লোকে বলে কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় অরুন্ধতী এখনও

স্বামীর সঙ্গে তথায় আছেন। রাত্রিকালে উত্তর দিকে চাহিলে আকাশে এক সঙ্গে যে সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাও উহাই 'সপ্তর্ষি মণ্ডল।'

আর্য্যনারীসমাজে অরুন্ধতীর স্থান সর্ব্বোচ্চে, তাই বুঝি ঐ দিব্যলোকে—সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে অরুন্ধতীর বাসস্থানের পরিকল্পনা। হিন্দু রমণী মনে করেন ঐ ঊর্দ্ধ হইতে সতী-শিরোমণি অরুন্ধতী আজিও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতেছেন,—

'পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্।'

'যে স্ত্রী স্বামীর প্রিয় ও মঙ্গল কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হন, তিনি ইহলোকে যশ ও পরলোকে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।'

এই অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণে পুণ্য আছে। ঋষি বলিয়াছেন,—

য ইদং শৃণু যান্নিত্যমাখ্যানং ধর্ম্মসাধনম্।
সর্ব্বকল্যাণসংযুক্তং চিরায়ুর্বিত্তবান্ ভবেৎ॥

যা স্ত্রী শৃণোতি সততমরুন্ধত্যাঃ কথামিমাম্ ।
পতিব্রতা সা ভূত্বেহ পরত্র স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥
ইদং পরং স্বস্ত্যয়নমিদং ধর্ম্মপ্রদং পরম্ ।
আখ্যানং সর্ব্বদা কীর্ত্তিযশঃ পুণ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥
বিবাহে পুংসি যাত্রায়াং যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েত্তথা ।
স্থৈর্য্যং পুংসবনং সিদ্ধিঃ পিতৃপ্রীতিশ্চ জায়তে ॥

যাহারা ভক্তি সহকারে এই পুণ্য কথা শ্রবণ করিবে তাহারা সর্ব্বমঙ্গলযুক্ত চিরজীবী এবং ধনবান্ হইবে। রমণী সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে ইহলোকে পতিব্রতা হইয়া পরলোকে স্বর্গ লাভ করিবে। ইহা বিবাহে শ্রবণ করাইলে নর-নারীর দীর্ঘ জীবন, পুংসবনে শ্রবণ করাইলে পুত্র লাভ, যাত্রাকালে শ্রবণ করাইলে কার্য্য সিদ্ধি এবং শ্রাদ্ধে শ্রবণ করাইলে পিতৃগণ আনন্দ লাভ করেন।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

এস কুললক্ষ্মী, আমরা সকলে মিলিয়া সতী অরুন্ধতীর আবাহনকল্পে করজোড়ে বলি,—‘এস সন্ধ্যা, এস মা, পতিব্রতার ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য আবার আমাদিগের গৃহে এস। এস মা অরুন্ধতী, তুমি যে সতীধর্ম্ম লইয়া জগতে আসিয়াছিলে, আবার সেই মহাশক্তির লীলা সংযমভ্রষ্ট মানব-সমাজে প্রচার করিতে এস। তোমার চরণ স্পর্শে আমাদিগের গৃহ পবিত্র কর। তোমার অদ্ভুত চরিত্রের আদর্শে, তোমার সংযমব্রতের পুণ্যপ্রভাবে আমাদিগের গৃহে চিরসুখ চিরশান্তি বিরাজ করুক।’

* * * *

* * * *

শিবমস্তু।

পরিশিষ্ট

লোহিত সরোবর তীরে

সন্ধ্যা

কর্ত্তৃক

শ্রীহরির স্তব

১

নিরাকারং জ্ঞানগম্যং পরং য
ন্নৈব স্থূলং নাপি সূক্ষ্মং ন চোচ্চৈঃ
অন্তশ্চিন্ত্যং যোগিভির্যস্য রূপং
তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে মে নমোঽস্তু ॥

২

শিবং শান্তং নির্ম্মলং নির্ব্বিকারং
জ্ঞানাৎপরং সুপ্রকাশং বিসারি।
রবিপ্রখ্যং ধ্বান্তভাগাৎ পরস্তাদ্
রূপং যস্য ত্বাং নমামি প্রসন্নম্ ॥

৩

একং শুদ্ধং দীপ্যমানং বিনোদং
চিত্তানন্দং সহজং পাপহারি।
নিত্যানন্দং সত্যভূরি প্রসন্নং
যস্য শ্রীদং রূপমস্মৈ নমোঽস্তু ॥

৪

বিদ্যাকারেণাস্তৰ্দনীয়ং প্রভিন্নং
সম্বচ্ছন্নং ধ্যেয়মাত্মস্বরূপম্।
সারং পারং পাবনানাং পবিত্রং
তস্মৈ রূপং যস্য চৈবং নমস্তে ॥

৫

নিত্যানন্দং ব্যয়হীনং গুণৌঘৈ
বহ্বাকৈশ্চিন্ত্যতে যোগযুক্তৈঃ।
তত্ত্বব্যাপি প্রাপ্য যজ্ঞ জ্ঞানযোগে
পরং যান্তি যোগিনস্তং নমস্তে ॥

৬

যং সাকারং শুদ্ধরূপং মনোজ্ঞং
পরুষাঙ্গং নীলমেঘপ্রকাশম্।
শঙ্খং চক্রং পদ্মগদে দধানং
তস্মৈ নমো যোগযুক্তায় তুভ্যম্ ॥

৭

গগনং ভূর্দিশশ্চৈব সলিলং জ্যোতিরেব চ।
বায়ুঃ কালশ্চ রূপাণি যস্য তস্মৈ নমোঽস্তু তে ॥

৮

প্রধানপুরুষো যস্য কার্যাত্মত্বে নিবৎস্যতঃ।
তস্মাদব্যক্তরূপায় গোবিন্দায় নমোঽস্তু তে ॥

৯

যঃ স্বয়ং যশ্চ ভূতানি যঃ স্বয়ং তদ্গুণঃ পরঃ।
যঃ স্বয়ং জগদাধারস্তস্মৈ তুভ্যং নমোনমঃ॥

১০

পরঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরমাত্মা জগন্ময়ঃ।
অক্ষয়ো যোঽব্যয়ো দেবস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ

১১

যো ব্রহ্মা কুরুতে সৃষ্টিং যে বিষ্ণুঃ কুরুতে স্থিতিম্।
সংহরিষ্যতি যো রুদ্রস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ॥

১২

নমোনমঃ কারণ কারণায়
দিব্যামৃতজ্ঞানবিভূতিদায়।
সমস্তলোকান্তরমোহদায়
প্রকাশরূপায় পরাৎপরায়॥

১৩

যস্য প্রপঞ্চো জগদুচ্যতে মহান্
ক্ষিতির্দিশঃ সূর্য্য ইন্দুর্মনোজবঃ।
বহ্নির্মুখান্নাভিতশ্চান্তরীক্ষং
তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে তে নমোঽস্তু॥

১৪

ত্বং পরঃ পরমাত্মা চ ত্বং বিদ্যা বিবিধা হরে।
শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম বিচারণপরাৎপরঃ॥

১৫

যস্য নাদির্ন মধ্যঞ্চ নান্তমস্তি জগৎপতেঃ।
কথং স্তোষ্যামি তং দেবং বাঙ্মনোগোচরাদ্ধিঃ॥
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
ন বিবৃণ্বন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে॥

১৬

স্ত্রিয়া ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নির্গুণস্য গুণাঃ প্রভোঃ।
নৈব জানন্তি যদ্রূপং সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ॥
নমস্তুভ্যং জগন্নাথং নমস্তুভ্যং তপোময়।
প্রসীদ ভগবংস্তুভ্যং ভূয়োভূয়ো নমোনমঃ।

সন্ধ্যাচল।

গৌহাটী সহর হইতে বশিষ্ঠাশ্রম বা সন্ধ্যাচল ৯ মাইল। জনশ্রুতি এই যে, মহর্ষি বশিষ্ঠ এই স্থানে নির্জ্জন উপলখণ্ডের উপর বসিয়া যোগ সাধন করিয়াছিলেন। শিলার উপর মহর্ষির পদচিহ্ন আজিও পাণ্ডা ঠাকুরেরা দেখাইয়া থাকেন।

বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তরের উপর লোকাল বোর্ডের রাস্তা আশ্রম পর্য্যন্ত বিস্তৃত; গৌহাটী হইতে অশ্বশকটে বা হাঁটিয়া এখানে যাওয়া যায়।

সন্ধ্যাচলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। আশ্রমের পূর্ব্বদিক বড় বড় নাগেশ্বর বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্য দিয়া একটি নির্ঝরিণী অনুমান বিংশতি হস্ত উর্দ্ধদেশ হইতে ক্রমে নিম্নে নামিয়া আশ্রমের নিকটে ত্রিধা বিভক্ত সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই ধারাত্রয় কিছুদূর প্রবাহিত হইয়া পুনরায় মিলিয়া গিয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া একটি খালের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার নাম **বশিষ্ঠ-গঙ্গা।** এই অপরূপ নয়নাভিরাম তপোভূমি মহর্ষি বশিষ্ঠ ও সতী অরুন্ধতীর যোগ সাধনার উপযোগী স্থান বটে; এ স্থানের নিথর নিস্তব্ধতা ও শান্ত পবিত্রতা মানব মনে এক উদার আনন্দের ভাব জাগাইয়া তোলে। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনার কোন ত্রুটী হইলে এই সন্ধ্যাচলে আসিয়া ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র জপ করিলে সেই ত্রুটিজনিত পাপ দূর হয়।

এখানে একটি শিব মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখে জগমোহন,

তাহাতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। [illegible] এক হস্ত পরিমাণ পাষাণময় 'বশিষ্ঠেশ্বর' শিবলিঙ্গ এবং উহার দুই পার্শ্বে জলপূর্ণ দুইটি গহ্বর দৃষ্ট হয়। লিঙ্গ মূর্ত্তির এক পার্শ্বে নারায়ণ মূর্ত্তিও আছেন।

মন্দিরের দ্বারদেশে একখানি প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায় যে, মন্দিরটি অহোম রাজা রাজেশ্বর সিংহের আদেশে তাঁহার সেনাপতি দশরথ দুয়ারা ফুকন ১৬৮৬ শকে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অরুন্ধতী গুহা।

সন্ধ্যাচল হইতে অনতি দূরে অরুন্ধতী গুহা। এ স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন, এখানে প্রকৃতিগঠিত গুহা ব্যতীত আর কিছুই নাই। একখানি বিশাল শিলা সম্মুখ দিকে ঈষৎ হেলিয়া আছে; সেই প্রস্তর খণ্ডের চতুর্দ্দিকে একটি বহু পুরাতন অশ্বত্থ গাছ। এই গাছ হইতে অনেকগুলি শিকড় বাহির হইয়া পাথরখানিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রস্তরের সহিত অশ্বত্থ বৃক্ষের সম্মিলনের ফলে একটি স্তম্ভ ও ছাদ বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা দেখিতে গুহার মত। ইহাকেই 'অরুন্ধতী গুহা' বলে। সতী অরুন্ধতী স্বামীর সহিত এখানে ব্রহ্ম ধ্যানে অনেক দিন কাটাইয়াছিলেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস।